তারিখ 15 FEB 2014
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

যুগান্তর

বাঘার এক বিদ্যালয়ে দুই প্রধান শিক্ষক

রাজশাহী ব্যুরো

রাজশাহী বাঘা উপজেলার জোতরাঘব উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রায় ৯ মাস ধরে দুই ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির নিয়োগকৃত দুই প্রধান শিক্ষকের দ্বন্দ্ব চলছে। এক কমিটির নিয়োগকৃত ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আবদুল মজিদ দায়িত্ব পালন করছেন। তবে অপর কমিটির নিয়োগপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম এখনও যোগদান করতে পারেননি। এতে করে প্রতিষ্ঠানটির ৪৪ শিক্ষক-কর্মচারী, সাত শতাধিক শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখে পড়েছেন।

সংশ্লিষ্টরা জানান, স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক মহিবুর রহমান ২০০৮ সালের ৩০ জুন অবসর নেয়ার পর ম্যানেজিং কমিটি তাকে তিন দফায় ৫ বছরের জন্য (দুই/দুই/এক) চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়। তাকে চতুর্থবার চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের সুযোগ না থাকায় তিনি পূর্ণ অবসরে যান। ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আবু হেনা জানান, ওই আদেশের আলোকে ২০১৩ সালের ১ জুলাই থেকে সহকারী প্রধান শিক্ষক আবদুল মজিদকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব দেয়া হয়। এর আগে জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রধান শিক্ষকসহ ৫টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। অন্যদিকে ওই বছরের ১২ মার্চ তার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ম্যানেজিং কমিটির সভায় তিনবার অনুপস্থিতির কারণ দেখিয়ে আবদুর রাজ্জাক, শফিকুল ইসলাম ও রফিকুল ইসলামকে তাদের পদ থেকে অপসারণ করে ষষ্ঠি মোহন, আবদুল খালেক ও ফিরোজ আলমকে অন্তর্ভুক্ত করেন। কমিটি থেকে বাদ দেয়া সদস্যরা ১৪ মার্চ অনুষ্ঠিত গোপন সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিদ্যালয়ে : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৫

বিদ্যালয়ে : দুই

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

প্রধান শিক্ষকসহ আবু হেনা মোস্তফা কামালের বিরুদ্ধে শিক্ষাবোর্ডে লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন। ওই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ৩১ মার্চ শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষ অভিভাবক সদস্য তপন কুমারকে সভাপতি নিয়োগের নির্দেশ দেন। গত বছরের ১২ মার্চ স্কুল ম্যানেজিং কমিটি পরপর তিনটি সভায় অনুপস্থিতির কারণে সদস্য আবদুর রাজ্জাক, শফিকুল ইসলাম ও রফিকুল ইসলামকে অপসারণ করে। তাদের স্থলে স্থানীয় ষষ্ঠি মোহন, আবদুল খালেক ও ফিরোজ আলমকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ ঘটনায় বর্তমান দ্বন্দ্বের সূত্রপাত বলে জানা যায়। এতে 'আগুনে ঘি' ঢালার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে খোদ রাজশাহী শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষ।

সূত্র মতে, স্কুল ম্যানেজিং কমিটি থেকে বাদ দেয়া সদস্যদের নেতৃত্বে ১৪ মার্চের এক সভার সিদ্ধান্ত ও কথিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষ গত বছরের ৩১ মার্চ এক চিঠিতে চলমান ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আবু হেনা মোস্তফা কামালের সভাপতির পদ বাতিল এবং অভিভাবক সদস্য তপন কুমার সরকারকে অবশিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত সভাপতি নিয়োগ অনুমোদন করে। এরপর ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি তপন কুমার সরকার একই বছরের ২৭ সেপ্টেম্বর নিয়োগ বোর্ড দেখিয়ে ৩০ সেপ্টেম্বর উপজেলার হরিরামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলামকে জোতরাঘব স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করেন।

প্রসঙ্গত, আগের ম্যানেজিং কমিটি একই বছরের ১ জুলাই থেকে স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক আবদুল মজিদকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেয়। অপর কমিটির সভাপতি তপন কুমার জানান, ওই কমিটি সহকারী শিক্ষকের (কম্পিউটার) পদত্যাগ দেখিয়ে যে ৫টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল, অভিযোগের ভিত্তিতে সেই নিয়োগ হয়নি। প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক মহিবুর ও ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আবু হেনার দুর্নীতির অভিযোগে তাদের বাদ দিয়ে আমাকে সভাপতি করা হয়। প্রধান শিক্ষক রবিউল জানান, এই কমিটি তাকে নিয়োগ দিয়েছে। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আবদুল মজিদ জানান, ওই বিজ্ঞপ্তিতে তিনি কোনো আবেদন এবং পদত্যাগও করেননি।

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মহিবুর রহমান জানান, তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ প্রমাণ হয়নি। অন্যদিকে আদালত তাদের পক্ষে রায় দেয়ার পরও অবৈধ কমিটির মাধ্যমে রবিউলকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে বাঘা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মির্জা শাকিলা দিল হাছিন জানান, আদালতের রায়কে প্রাধান্য দিয়ে দ্রুত তদন্তের মাধ্যমে বোর্ডের কাছে প্রতিবেদন দাখিল করা হবে।